ক্যানভাস

সম্পূর্ণ খুঁতহীন করা সম্ভব

ডাঃ অরিন্দম সরকার

ছোট্ট শিশু সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা-মা ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে বিভোর থাকেন। শিশুর আগমনে সমস্ত বাড়ির পরিবেশ আনন্দোচ্ছল হয়ে ওঠে। কিন্তু কখনও কখনও সব কিছু এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ও স্বাভাবিক হয় না। কোনও কোনও শিশুর মুখের জন্মগত বিকৃতি পরিবারের সকলের আনন্দকে একেবারে মাটি করে দিতে পারে। ঠোঁটে ফাটল (Cleft lip) ও তালুতে ফাটল (Cleft palate) নিয়ে জন্মানো শিশু তাদের বাবা-মাকে চরম হতাশার মুখে ঠেলে দেয়। ভারতীয় পরিবেশে এই সব বাবা-মা নিজেদের অভিশাপগ্রস্ত বলে ভাবতে শুরু করে। এই ত্রুটি জন্মগত। ভারতে বছরে মোট ৩৫ হাজার শিশু এই ধরনের ত্রুটি নিয়ে জন্মায়। আশার কথা এটাই যে, প্লাস্টিক সার্জারির কল্যাণে এই ফাটল জনিত সমস্যা বর্তমানে সম্পূর্ণ ভাবে নিরাময় যোগ্য।

প্রকার: মুখের তিন ধরনের পরিচিত ফাটল (Cleft) হল– (১) ঠোঁটে ফাটল কিন্তু তালু অবিকৃত (২) তালুতে ফাটল কিন্তু ঠোঁট অবিকৃত এবং (৩) ঠোঁট ও তালু উভয়েই ফাটল।

কারণ: ঠোঁট ও তালুর ফাটল জনিত সমস্যার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে অধিকাংশ গবেষক এই ব্যাপারে মোটামুটি একমত যে, এই সমস্যার পেছনে বহুমুখী কারণ রয়েছে। আমাদের মতো দেশে মূলত মায়ের অপুষ্টি, ভিটামিনের অভাব ও জিন ঘটিত দোষে শিশুর মুখে ফাটল জনিত সমস্যা দেখা দেয়। দেখা গেছে, মায়ের গর্ভে অবস্থান কালে যে-সব শিশুর মুখবিবরের কলা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না তাদের মুখমণ্ডলে ফাটলের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সে কারণে গর্ভবস্থার প্রথম দিকে (তৃতীয় ও নবম সপ্তাহে) এদের ঠোঁট এবং/অথবা তালুর কলার একযোগে বৃদ্ধি ঘটে না। অথবা বলা যেতে পারে যে, কলাসমূহের একীভবন (fusion) হয় না। এই সমস্যাই ফাটলের সূত্রপাত ঘটায়। মুখবিবরের ফাটলের সঙ্গে ঠোঁট, মুখবিবরের ছাদ এবং মুখের পেছনের দিকের নরম কলা সরাসরি ভাবে জড়িত। এ ছাড়াও এর পেছনে ওষুধ, মদ, ধূমপান, মায়ের অসুস্থতা এবং সংক্রমণের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে।

বংশগতি: বাবা ও মায়ের মধ্যে এই ধরনের মুখমণ্ডলে কাটা জনিত বিকৃতি থাকলে শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে সন্তানের মধ্যে সেই ত্রুটি বর্তাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঝুঁকি: কিশোরী কিংবা ৩৫ বছরের বেশি বয়সী মা যারা কিছু বিশেষ ধরনের ওষুধ খান, বিশেষ রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসে, সংক্রামক অসুখে আক্রান্ত, তাদের সন্তানের মুখমণ্ডলে ফাটল থাকার ঝুঁকি বেশি।

কাদের হয়: ছেলে কিংবা মেয়ে উভয়েরই ঠোঁট ও তালুতে ফাটল থাকতে পারে। তবে পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ঠোঁটের ফাটল মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের এবং তালুতে ফাটল ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বেশি হয়।

ঠোঁটের ফাটল: প্রথমে ঠোঁটের ফাটল নিয়ে আলোচনা করব। একে হেয়ার লিপও বলে। এই ফাটলের সঙ্গে বড় রকমের কষ্টসাধ্যতা ও বিকৃতি জড়িয়ে রয়েছে। নাকের গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ওপরের ঠোঁটের চামড়ার সরু ফাঁক, শেষ পর্যন্ত ঠোঁটের ফাটল নামে চিহ্নিত হয়। ঠোঁটের ফাটল সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ, দু'ধরনের হতে পারে। ওপরের ঠোঁটের লালাভ অংশে সামান্য কাটা থাকলে তাকে অসম্পূর্ণ ফাটল বলে। সম্পূর্ণ ফাঁক ওপরের ঠোঁটকে নাক পর্যন্ত দুটি স্পষ্ট ভাগে ভাগ করে দেয়। ডান কিংবা বাঁ অথবা উভয় দিকে একই সঙ্গে ফাটল হতে পারে। তবে তুলনামূলক ভাবে বাঁ দিকেই ফাটল বেশি দেখা যায়।

চিকিৎসা: ঠোঁটে ফাটল রয়েছে এমন শিশুকে তিন মাস থেকে ছয় মাস বয়সের মধ্যে রি-কনস্ট্রাকটিভ সার্জারির মাধ্যমে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সঠিক প্রকৌশলের সাহায্যে খুঁতহীন করে তোলা সম্ভব। অস্ত্রোপচারটি অত্যন্ত সরল ও কম সময়ের। প্রথম দিককার সেলাই-এর দাগ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে গেলেও একটু হালকা দাগ পরবর্তী জীবনেও থাকতে পারে। ফাঁক সম্পূর্ণ রয়েছে এরকম ক্ষেত্রে সেদিককার নাক ও নাকের ফুটোর ত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে ঠোঁটের ফাটলের অস্ত্রোপচারের সঙ্গে নাকের অস্ত্রোপচারও করে দেওয়া হয়। অত ছোট বয়সে অস্ত্রোপচারে আপত্তি থাকলে কিছুদিন অপেক্ষা করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে শিশুর বয়স মোটামুটি আট বছর হলে অস্ত্রোপচার করে নেওয়া ভাল। ঠোঁটে ফাটল রয়েছে এমন কোনও কোনও শিশুর মাড়িও কাটা থাকতে পারে। সে রকম ক্ষেত্রে একই সঙ্গে অথবা কিছুদিন বাদে অর্থাৎ আট বছর বয়স নাগাদ মাড়ির অস্ত্রোপচার করে দেওয়া হয়।

(চলবে)

সহায়তা: **কৌশিক রায়**

ডাঃ অরিন্দম সরকার এম এস, এম সি এইচ (প্লাস্টিক সার্জারি)। প্রখ্যাত **কনসালট্যান্ট কসমেটিক ও প্লাস্টিক সার্জেন**। কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতাল ও আই পি জি এম ই অ্যান্ড আর-এ প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। এ ছাড়া তিনি ভিজিটিং প্লাস্টিক সার্জেন হিসেবে এ এম আর আই, ঢাকুরিয়া কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। ডাঃ সরকার দেশের নানা প্রান্তের আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হন। তা ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নানা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত গবেষণাধর্মী লেখা লিখে থাকেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্নাতক ডাঃ সরকার একজন জাতীয় মেধা বৃত্তি প্রাপক। তিনি অ্যাসোসিয়েশন অফ প্লাস্টিক সার্জেনস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভূতপূর্ব সম্পাদক ও বর্তমান কোষাধ্যক্ষ। তাঁকে একান্তে পাবেন **কসমেটিক অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি সেন্টার**, ৩৭বি, ল্যান্সডাউন টেরাস, কলকাতা-৭০০ ০২৬ (দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ন্যাশনাল হাই স্কুল ফর গার্লসের পেছনে) ঠিকানায়। যোগাযোগ: ৯৮৩০৬-৪৫৭০৫। জরুরি ক্ষেত্রে ফোন: ৯৮৩১১-৮৭৫৫৭। ই-মেল: doctor.asarkar@gmail.com। তাঁর চমৎকার ওয়েবসাইট রয়েছে। লুগ অন করুন: www.arindamsarkar.in